দামুড়হুদায় অপারেশন ডেভিল হান্টে যুবলীগ নেতা গ্রেফতার

দামুড়হুদায় অপারেশন ডেভিল হান্টে নাটুদাহ ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি পিন্টুকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গতকাল রবিবার রাত ১০টার সময় তাকে তার নিজ বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃত হলো দামুড়হুদা উপজেলার চন্দ্রবাস গ্রামের বাজার পাড়ার মৃত ওয়াজ্জেদ আলী বিশ্বাস এর ছেলে যুবলীগ নেতা মোঃ হাসানুজ্জামান পিন্টু (৪৯)। বিষয় টি নিশ্চিত করেছেন দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি হুমায়ূন কবির।

পুলিশ সুত্রে জানাগেছে, জমির চাষাবাদ নিয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ বাদীর সহিত আসামীদের বিরোধ চলে আসছিলো। উক্ত বিরোধের কারণে কিছু দিন ধরে আসামীরা বাদীকে মারধরসহ বিভিন্ন ধরনের হুমকী ধামকি দিয়ে আসছিলো। এরই ধারাবাহিকতায় গত ০৮/০২/২০২৫ইং তারিখ সকাল ১১টার দিকে দামুড়হুদা থানাধীন হাতিভাঙ্গা গ্রামের কই মারির মাঠে বাদী কৃষি কাজ করা অবস্থায় আসামীরা তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে ধারালো হাসুয়া দিয়ে বাদীর মাথা লক্ষ্য করে এলোপাতাড়ি কোপ মারিলে তা ঠেকাতে গিয়ে তার বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুল ও মধ্যমা আঙ্গুলে কেটে রক্তাক্ত গুরুত্বর জখম হয়। এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়।

এরই প্রেক্ষিতে মামলার ঘটনার সহিত জড়িত থাকায় তাকে অপারেশন ডেভিল হান্ট উপলক্ষ্যে গ্রেফতার করা হয়।

এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হুমায়ুন কবির বলেন, একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গতকালই আসামীকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

দামুড়হুদায় একই পরিবারের দুইজন আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেফতার

দামুড়হুদায় ডেভিল হান্ট অভিযানে একই পরিবারের দুইজন আওয়ামীলীগ কর্মীকে গ্রেফতার করেছে দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ।

শনিবার বেলা সাড়ে ১২টার দিকে বিষ্ণুপুর বাজার থেকে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলো দামুড়হুদা উপজেলার বিষ্ণুপুর গ্রামের মাস্টার পাড়ার মৃত মাদার বক্স মিয়া’র ছেলে মোঃ মহিদুল ইসলাম (৫৩) এবং মোঃ মতিয়ার রহমান (৫৮)। ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি হুমায়ূন কবির।

পুলিশ সুত্রে জানা গেছে, আজ দিনভর দামুড়হুদা থানা এলাকায় বর্তমান চলমান অপারেশন ডেভিল হান্ট অভিযান পরিচালনা করা হয়। এই অভিযানে দামুড়হুদা উপজেলার বিষ্ণুপুর গ্রামের একই পরিবারের মৃত মাদার বক্স মিয়া’র ছেলে আওয়ামী লীগের নেতা কর্মী মোঃ মহিদুল ইসলাম এবং মোঃ মতিয়ার রহমান কে দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ গ্রেফতার করে। তাদের বিরুদ্ধে দামুড়হুদা মডেল থানায় মামলা দায়ের হয়েছে।

এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হুমায়ুন কবির বলেন, ডেভিল হান্ট অভিযানে দুইজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদেরকে গতকালই বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

দর্শনায় সড়ক দুর্ঘটনায় যুবদল নেতা নিহত

দামুড়হুদা কুড়ুলগাছি ইউনিয়ন যুবদল নেতা রাশেদুজ্জামান হিরো (৩৫) মোটরসাইকেল দূর্ঘটনায় আহত অবস্থায় আজ বুধবার (১২ ফেব্রুয়ারী) সকাল ৮ টার সময় রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।

গত সোমবার রাত ৯ টার দিকে দর্শনা-মজিবনগর সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

পরিবারসূত্রে জানা যায়, দামুড়হুদা উপজেলার কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের কুড়ুলগাছি আনন্দবাজার পাড়ার আসাদুল হকের ছেলে।

তিনি গত সোমবার রাত ৯ টার দিকে দর্শনা থেকে কুড়ুলগাছি নিজ বাড়িতে আসার পথে চন্ডিপুর গ্রামের স্কুলের নিকট মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিদ্যুতের পোলের সাথে ধাক্কা মারে। এসময় তিনি পিচ রাস্তার ওপর ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন।

এসময় স্থানীয় লোকজন উদ্ধার করে তাকে গ্রামের ডাক্তারের নিকট প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে বাড়ি নিয়ে যায়। পরের দিন সকালে শরীরের অবস্থার অবনতি হলে পরিবারের লোকজন তাকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরে তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ বুধবার সকালে তিনি মারা যান।

দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো: শহীদ তিতুমীর ঘটনা সম্পর্কে বলেন, রাজশাহী থানা আমার কাছে জানতে চেয়েছিল তিনি সড়ক দূর্ঘটনায় আহত হয়েছিলেন কিনা। আমি জানিয়ে দিয়েছি।

গাংনীতে যুবলীগ নেতার হামলায় বিএনপি নেতা ও তার ছেলে আহত

গাংনী উপজেলার ধানখোলা ইউনিয়নের মহিষাখোলা গ্রামে ইউনিয়ন যুবলীগ হাফিজুর রহমান হাফিজ ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলাপাতাড়ি কুপিয়ে গ্রাম বিএনপির নেতা আব্দুর রহিম (৬৫) ও তার ছেলে ফিরোজ হোসেন (২৭) গুরুতর জখম করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

গতকাল রবিবার (২৬ জানুয়ারী) দিবাগত রাত ৯টার দিকে গাংনী উপজেলার মহিষাখোলা গ্রামের দক্ষিণ তেঁতুলবাড়ীয়া পাড়ায় এই হামলার ঘটনা ঘটে।

আহত আব্দুর রহিম ও তার ছেলে ফিরোজ হোসেন প্রথম গাংনী উপজেলা

স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ও পরে সেখান থেকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, আজকে রাতে স্থানীয় মসজিদ নির্মাণকে কেন্দ্র করে কথা চলছিল। এসময় যুবলীগ নেতা হাফিজ ও বিএনপির স্থানীয় নেতা আব্দুর রহিমের মধ্যে কথাকাটাকাটি হয়। এর জের ধরে হাফিজ তার লোকজন ধারালো কুড়াল দিয়ে বিএনপি নেতা আব্দুর রহিমকে এলোপাতাড়ি কোপাতে থাকে। এসময় তার ছেলে ফিরোজ হোসেন তার বাবাকে বাঁচাতে এলে তাকে কুপিয়ে জখম করে। এসময় গুরুতর আহতাবস্থায় তাদের উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেস্কে ভর্তি করেন। পরে সেখানে তাদের অ্বস্থার অবনতি হওয়ায় কর্তব্যরত চিকিৎসক কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে রেফার্ড করেন।

তারা আরও অভিযোগ করেন, যুবলীগ নেতা হাফিজুর রহমান হাফিজ দীর্ঘদিন যাবৎ তার নিজ ফেসবুকে বিএনপি ও প্রধান উপদেস্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসসহ বর্তমান সরকারের বিভিন্ন উপদেষ্টাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার ও উস্কানিমুলক পোষ্ট দিয়ে থাকেন।

এদিকে এই হামলার পরপরই গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান বাবলু গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেস্কে আহতদের দেখতে যান এবং চিকিৎসার খোঁজ খবর নেন। তিনি হামলাকারী যুবলীগ নেতা হাফিজ ও তার সন্ত্রাসী বাহিনীর লোকজনকে অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবী জানান।

এদিকে, এই হামলার পরপরই যুবলীগ নেতা হাফিজুলের বাড়িতে বিক্ষুব্ধ জনতা হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করেছে বলে ফেসবুকে এসে লাইভ করে অভিযোগ করেছেন তিনি।

হাফিজ ফেসবুক লাইভে বলেছেন, আব্দুর রহিম ও তার লোকজন প্রথমে আমার বাড়িতে হামলা করেছে। আমাকে ও আমার পরিবারের লোকজনকে মারধর ভাঙচুর করেছে। তবে, লাইভ করার পরপরই পালিয়ে গেছেন হামলাকারী যুবলীগ নেতা হাফিজুর রহমান হাফিজ ও তার লোকজন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল জানান, ঘটনার পরপরই পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থলে পৌছে পরিস্থিতি শান্ত করেন। এঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনো মামলা হয়নি। তবে, এলাকায় কোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতি যেনো না ঘটে সেব্যাপারে পুলিশ টহল দিচ্ছে।

আহত পরিবারের পক্ষ থেকে মামলার প্রস্তুতি চলছে বলে জানা গেছে।

মেহেরপুরে বিএনপি নেতা কামরুল হাসানের ব্যক্তি উদ্যোগে শীত বস্ত্র বিতরণ

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদীদল বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশে মেহেরপুর জেলা বিএনপির সদস্য সচিব অ্যাড. কামরুল হাসানের ব্যক্তি উদ্যোগে শীত বস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে।

“এসো দূর করি শীতার্ত মানুষের কষ্টের কালো রাত, তাদের হাতে রাখি সহানুভূতির আপন হাত” স্লোগানে বৃহস্পতিবার (১৬ই জানুয়ারি) সকাল ৯ টার দিকে পৌরসভার ৬ নং ওয়ার্ডের টিএনটি রোডের সামনে মন্ডল পাড়া এলাকায় পাঁচ শতাধিক মানুষের মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণ করা।

জেলা জিয়া পরিষদের সভাপতি রুহুল কুদ্দুসের সভাপতিত্বে শীত বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সদস্য সচিব অ্যাড. কামরুল হাসান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির যুগ্ম-আহবায়ক অধ্যাপক ফয়েজ মোহাম্মদ।

এসময় বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক রুমানা আহমেদ, জেলা মহিলা দলের সহ-সভাপতি ছাবিহা সুলতানা, সাবেক সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক কাজি মিজান মেনন, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক আজমল হোসেন মিন্টু প্রমুখ।

এছাড়াও এসময় জেলা যুবদলের আইন বিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা, জেলা যুবদলের সাংস্কৃতিক সম্পাদক আসাদুজ্জামান জনি, জেলা ছাত্রদলের সহ সভাপতি নাহিদ মাহাবুব সানি, জেলা জিয়া মঞ্চের আহবায়ক অ্যাডভোকেট নজরুল ইসলাম, জেলা জিয়া মঞ্চের সদস্য সচিব মনিরুল ইসলাম মনি, মোঃ রাকিবুল ইসলাম সজল, ছাত্রনেতা সৌরভ হোসেন, সজীব রেমীম , চঞ্চল, পৌর ছাত্রনেতা ফুর্তি হাসান, নাহিদ

আহমেদ, জনি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে বিএনপি নেতা অ্যাড. কামরুল হাসানের ব্যক্তি উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশে মেহেরপুর জেলা বিএনপির সদস্য সচিব অ্যাড. কামরুল হাসানের ব্যক্তি উদ্যোগে শীত বস্ত্র বিতরণ করা হয়।

এসো দূর করি শীতার্ত মানুষের কষ্টের কালো রাত, তাদের হাতে রাখি সহানুভূতির আপন হাত স্লোগানে বুধবার (১৫ই জানুয়ারি) সকাল ৯ টার দিকে পৌরসভার ৯ নং ওয়ার্ডের স্টেডিয়াম পাড়া এলাকায় পাঁচ শতাধিক মানুষের মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণ করা হয়।

বিএনপির প্রবীণ নেতা জুয়াদ আলীর সভাপতিত্বে শীত বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সদস্য সচিব অ্যাড. কামরুল হাসান।

বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক রুমানা আহমেদ, জেলা মহিলা দলের সহ-সভাপতি ছাবিহা সুলতানা, সাবেক সহ সাংগঠনিক সম্পাদক কাজি মিজান মেনন ও জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক আজমল হোসেন মিন্টু।

এই সময় আরো উপস্থিত ছিলেন, জেলা যুবদলের আইন বিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা, জেলা যুবদলের সাংস্কৃতিক সম্পাদক আসাদুজ্জামান জনি, জেলা জিয়া মঞ্চের আহবায়ক অ্যাডভোকেট নজরুল ইসলাম, জেলা জিয়া মঞ্চের সদস্য সচিব মনিরুল ইসলাম মনি, জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি নাহিদ মাহাবুব সানি, মোঃ ছাত্রনেতা, সৌরভ হোসেন, ইলিয়াস হোসেন, পৌর ছাত্রনেতা ফুর্তি হাসান, নাহিদ আহমেদ, জনি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীর মাটিতে কোনো অনুপ্রবেশকারীর জায়গা হবেনা- আসাদুজ্জামান বাবলু

গাংনী পৌর যুবদলের এক নম্বর (বাঁশবাড়িয়া) ওয়ার্ড যুবদলের সভাপতি আলমগীর হোসেন হত্যা মামলার আসামিদের ফাঁসি দাবী করে গাংনী উপজেলা শহরে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার (৪ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলুর নেতৃত্বে বিক্ষোভ মিছিলটি হাসপাতাল বাজার এলাকার দলীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে শুরু হয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে বড়বাজার এলাকা ঘুরে একই স্থানে এসে শেষ হয়।

সেখানে আয়োজিত প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু। এসময় উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা যুবদলের সহ-সাধারণ সম্পাদক মফিজুল ইসলাম, গাংনী পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক আহবায়ক শাজাহান সেলিম, মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি নাজমুল হোসাইন, গাংনী পৌর জাসাসের সাধারণ সম্পাদক সুলেরী আলভী, যুবদল নেতা সাহিবুল ইসলামসহ বিএনপি’র অন্যান্য নেতা কর্মীরা

প্রতিবাদ সমাবেশে আসাদুজ্জামান বাবলু বলেন, গাংনী পৌর যুবদলের এক নম্বর (বাঁশবাড়িয়া) ওয়ার্ডের সভাপতি আলমগীর হোসেনকে কুপিয়ে ও গলাকেটে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রত্যেকটা হত্যাকারীকে পুলিশ সনাক্ত ও তাদের গ্রেফতার করেছে। হত্যাকারীরা সবাই আওয়ামীলীগ থেকে বিএনপিতে অনুপ্রবেশকারী। আলমগীর হত্যা মামলার এক নম্বর আসামি ছিল নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের গুন্ডা ও সাবেক মেয়র আহমেদ আলীর বডিগার্ড। ২ নং আসামি রবিউল ইসলাম বিপ্লব ছিল ছাত্রলীগের ক্যাডার এবং গাংনী পৌরসভার সাবেক মেয়র যুবলীগ নেতা আশরাফুলের বডিগার্ড। এরা দুজনেই নিষিদ্ধ সন্ত্রাসী সংগঠণ পূর্ববাংলার সদস্য। এই সব অনুপ্রবেশকারীকে দলে ভিড়িয়ে বিএনপির সাধারণ কর্মীকে হত্যা করা হচ্ছে। যারা এইসব অনুপ্রবেশকারী

সন্ত্রাসীদের দলে ভিড়িয়েছে তাদেরও দৃষ্টান্তমুলক শাস্তির দাবি করছি।

বাবলু আরও বলেন, যুবদল নেতা আলমগীর হোসেন একজন নিরীহ মানুষ। তাকে শুধু দুই লক্ষ টাকার জন্য হত্যা করা হয়নি। এই হত্যাকান্ডের পেছনে অনেক রহস্য আছে। সেই রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য পুলিশ ও র্যাবকে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। তিনি বলেন, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বারবার বলেছেন, আওয়ামীলীগ থেকে কোনো অনুপ্রবেশকারীর বিএনপিতে কোনো যায়গা হবেনা। তারেক রহমানের নির্দেশ মেনে চললে গাংনীর মাটিতে কোনো অনুপ্রবেশকারীর জায়গা হবেনা।

তিনি বলেন, জোড়পুকুরিয়া গ্রামের বিএনপি নেতা লাবলু হত্যা মামলার এক নম্বর আসামি বিস্কুট বর্তমান জেলা বিএনপির আহবায়ক মিল্টনের হাত ধরে বিএনপিতে অনুপ্রবেশ করেছেন। বিএনপিতে অনুপ্রবেশ করেই আবারও নতুন করে বিএনপির নেতাকর্মীদের উপর জুলুম, অত্যাচার, নির্যাতন শুরু করেছে। এর দাঁতভাঙ্গা জবাব দেওয়া হবে বলেও হুশিয়ারী দেন তিনি।

তিনি বলেন, নিষিদ্ধ ঘোষিত সন্ত্রাসী সংগঠণ ছাত্রলীগের জন্মদিন পালন উপলক্ষে পিকনিকের নামে ভাটপাড়া ডিসি ইকোপার্কে সার ব্যবসায়ীদের ব্যানারে মিটিং মিছিল করতে চেয়েছিল। বিএনপির নেতাকর্মীরা সেটি বাঞ্চাল করে দিয়েছেন।
যুবদল নেতা আলমগীর হত্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এই হত্যার সাথে কেউ জড়িত থাকলে সে যতবড় শক্তিশালী হোক না কেনো তাদের গ্রেফতার করতে হবে।

গাংনীতে হত্যাকাণ্ড, ২ যুবদল নেতা বহিষ্কার

গাংনী পৌর যুবদলের ১ নং ওয়ার্ডের সভাপতি আলমগীর হোসেনকে হত্যার অভিযোগে গ্রেফতার ৩ নং ওয়ার্ড যুবদলের সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলাম বিপ্লব ও ১ নং ওয়ার্ড যুবদলের সাবেক সভাপতি মফিকুল ইসলামকে

তাদের দলীয় সকল পদ থেকে বহিস্কার করা হয়েছে।

আজ শনিবার (৪ জানুয়ারি) দুপুরে গাংনী পৌর যুবদলের আহবায়ক সাইদুল ইসলাম ও সদস্য সচিব এনামুল হক স্বাক্ষরিত এক জরুরি বিজ্ঞপ্তিতে এই বহিস্কারাদেশ দেন।

বহিস্কারাদেশে বলা হয়েছে, ১ নং ওয়ার্ড যুবদলের সভাপতি আলমগীর হোসেনকে হত্যাকান্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে পৌর যুবদলের নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক রবিউল ইসলাম বিপ্লবকে ৪ নং ওয়ার্ড যুবদলের সাধারণ সম্পাদকের পদসহ দলীয় সকল পদ থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

অব্যাহতি প্রদানের নোটিশ মেহেরপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটি, মেহেরপুর জেলা যুবদলের সভাপতি/সম্পাদক ও সাংবাদিকদের সংগঠণ প্রেসক্লাবকে প্রদান করা হয়েছে।

এর আগে গাংনী পৌর যুবদলের এক নং ওয়ার্ডের সভাপতি আলমগীর হোসেনকে হত্যার সাথে সরাসরি জড়িত থাকার অভিযোগে গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রবিউল ইসলাম বিপ্লব, এক নম্বর ওয়ার্ড (বাঁশবাড়িয়া) যুবদলের সাবেক সভাপতি মফিকুল ইসলাম ও কোদাইলকাটি গ্রামের আলমগীর হোসেনকে তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) সিপিসি-৩, মেহেরপুর ক্যাম্পের সদস্যরা গ্রেফতার করেন। গতকাল শুক্রবার তাকে আদালতে নিলে তাকে জেল হাজতে প্রেরণের নির্দেশ দেন আদালত।

উল্লেখ্য, গত ২ জানুয়ারি দিবাগত রাতে গাংনী উপজেলার বাঁশবাড়িয়া গ্রামের উত্তরপাড়া এলাকার মঈন উদ্দীনের ছেলে এক নম্বর ওয়ার্ড যুবদলের সভাপতি আলমগীর হোসেন(৩৮) কে গলাকেটে হত্যা করে সহড়াবাড়িয়া ইছাখালি মাঠের একটি গাছের নিচে ফেলে রাখে।

নিহত আলমগীর হোসেনের কাছে একই গ্রামের সাবেক যুবদল সভাপতি মোঃ মফিকুল ইসলামের ২ লক্ষ টাকা পাওনা ছিল। প্রায় ৪ বছর আগে আলমগীর হোসেন ঘাতক মফিকুলের কাছ থেকে এই টাকা ধার নেন। নিহত আলমগীর হোসেন প্রায় দেড় বছর আগে সংযুক্ত আরব আমিরাতে (দুবাই) চলে যান। প্রায় ২ মাস পূর্বে ভিকটিম দেশে ফেরত আসেন। এই পাওনা টাকার প্রতিশোধ নিতেই মফিকুল ইসলাম তার বন্ধু যুবদল নেতা রবিউল ইসলাম বিপ্লব ও কোদাইলকাটি গ্রামের আলমগীর হোসেনসহ কয়েকজন মিলে তাকে টাকা ধার দেওয়ার নাম করে সহড়বাড়িয়া-কামারখালি মাঠের মধ্যে নিয়ে কুিেপেয় ও জবাই করে হত্যা করে।

এঘটনায় নিহতের পিতা মইন উদ্দীন বাদি হয়ে অজ্ঞাত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছে।

মেহেরপুরে যুবদল নেতা হত্যার জড়িতদের গ্রেপ্তারের ২৪ ঘণ্টার আল্টিমেটাম

২৪ ঘন্টার মধ্যে যুবদল নেতা হত্যার ক্লু উদ্ধার ও আসামিদের গ্রেফতারের দাবি জানিয়ে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে বিএনপি ও যুবদল।

বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে গাংনী উপজেলা শহরের বড়বাজার এলাকায় টায়ার জালিয়ে এই সমাবেশ করেন তারা।
এসময় কিছুক্ষণের জন্য মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাউছার আলীর সঞ্চালনায় এসময় বক্তব্য রাখেন, জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আওয়াল, গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল হক, জেলা যুবদলের সিনিয়র সহসভাপতি আব্দাল হক, গাংনী পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মকবুল হোসেন মেঘলা।
এছাড়াও পৌর যুবদলের আহবায়ক সাইদুল ইসলাম, সদস্য সচীব এনামুল হক, যুবদল নেতা আব্দুল গাফফারসহ বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদলের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বক্তরা বলেন, আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যে যুবদল নেতা আলমগীর হোসেনের হত্যার ক্লু উদ্ধার ও ঘাতকদের গ্রেফতার করে আইনের আওতায় আনতে হবে। যুবদলের নেতা হত্যার সাথে জড়িতদের গ্রেফতারে ২৪ ঘন্টা পার হলে বিএনপি ও যুবদলের নেতাকর্মীরা ঘাতকদের ধরে শাস্তির ব্যবস্থা করবে।

এসময় মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের গাংনী উপজেলা শহরের

বড়বাজার এলাকায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করেন তারা। এর আগে জেলা বিএনপির আহবায়ক জাভেদ মাসুদ মিল্টন নিহত যুবদল নেতার মরদেহ দেখে একই দাবী জানান।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে গাংনী পৌর যুবদলের এক নম্বর বাঁশবাড়িয়া ওয়ার্ড যুবদল সভাপতি আলমগীর হোসেনের গলাকাটা লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। এরপরপরই এই কর্মসূচি পালন করে বিএনপি ও যুবদল।

সব রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে সেনাপ্রধান

দেশের বর্তমান সংকট নিরসনে সব রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে আলোচনায় বসেছেন সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান।

এর আগে সোমবার (৫ আগস্ট) আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) এক বিবৃতিতে জানায়, দুপুর ২টায় জাতির উদ্দেশে বক্তব্য রাখবেন সেনাপ্রধান। পরে দুই ঘণ্টা পিছিয়ে বিকেল ৪ টায় সেনাপ্রধান বক্তব্য রাখবেন বলে জানানো হয়।

জানা গেছে, এ বৈঠক চলছে সেনা সদর দপ্তরে। বৈঠকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক আসিফ নজরুল, জাতীয় পার্টির সিনিয়র কো চেয়ারম্যান আনিসুল ইসলাম মাহমুদ ও দলটির মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নু সেনাপ্রধানের ডাক পেয়েছেন।

বৈঠকে বিএনপি ও জামায়াতের ইসলামীর নেতারা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক জোনায়েদ সাকি বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে দুপুরের দিকে দেশ ছাড়েন শেখ হাসিনা। এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে ভারতের সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি।

বার্তা সংস্থা এ এফপি জানিয়েছে, দুপুর আড়াইটায় বঙ্গভবন থেকে একটি সামরিক হেলিকপ্টারে শেখ হাসিনা উড্ডয়ন করেন। এ সময় তার ছোট বোন শেখ রেহানা সঙ্গে ছিলেন।

শেখ হাসিনা ও তার ছোট বোন শেখ রেহানা নিরাপদ স্থানে চলে গেছেন। শেখ হাসিনা যাওয়ার আগে একটি ভাষণ রেকর্ড করে যেতে চেয়েছিলেন। তিনি সে সুযোগ পাননি।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, তারা হেলিকপ্টারে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন।

সূত্র: কালবেলা